বাংলাদেশ ব্যাংক প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH BANK PRESS RELEASE

বার্তা সম্পাদক

.....

ঢাকা। ক্রমিক নং- ৭৬/২০১১

তারিখ: ০৯ আগস্ট, ২০১১ইং।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতি সম্বলিত ২, ৫, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট প্রচলন প্রসংগে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতি সম্বলিত ২, ৫, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট ১১ আগস্ট ২০১১ খ্রিঃ/ ২৭ শ্রাবণ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ তারিখ থেকে প্রথম বারের মতো দেশে প্রচলনে দেয়া হচ্ছে। ঐ তারিখে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের কাউন্টার থেকে নতুন ডিজাইনের এই নোটগুলো ইস্যু করা হবে, যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিস ও সব বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে একই প্রক্রিয়ায় ইস্যু করা হবে।

এ সব মূল্যমানের নতুন নোটের পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত কাগুজে নোট এবং ধাতব মুদ্রাও যথারীতি চালু থাকবে।

ইস্যুতব্য নতুন নোট সমূহের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

২ টাকা মূল্যমানের কারেন্সীনোটের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

১. অর্থসচিব মোহাম্মদ তারেক স্বাক্ষরিত এ নোটের সাইজ ১০০ × ৬০ মিলিমিটার।

২. নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত।

৩. কাগজে জলছাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি; প্রতিকৃতির নিচে অতি উজ্বল ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপে 2 লেখা আছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশের উপরের দিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উজ্বলতর ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপ রয়েছে।

৪. নোটে ২ মিলিমিটার চওড়া এমবেডেড্ নিরাপত্তা সুতা ব্যবহার করা হয়েছে। সুতাটি কাগজের ভিতরে অবস্থিত। আলোর বিপরীতে উভয় পিঠ হতে সুতাটি দেখা যাবে।

৫. নোটের সামনের দিকে বাম পাশে লাইন প্যাটার্ন এর সাথে সর রেখাটি অতি সুক্ষ্মভাবে BANGLADESH BANK শব্দদ্বয় পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত রয়েছে। যা শুধু আতশী কাঁচ (Magnifying Glass) দ্বারা দেখা যাবে।

৬. নোটের সামনের দিকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি এবং পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে জাতীয় স্মৃতি সৌধ হালকা রংয়ে মুদ্রিত রয়েছে।

৭. নোটের পিছনের দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ছবি মুদ্রিত আছে।

৫ টাকা মূল্যমানের ব্যাংকনোটের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

১. গভর্নর আতিউর রহমান স্বাক্ষরিত এ নোটের সাইজ ১১৭ × ৬০ মিলিমিটার।

২. নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত।

৩. কাগজে জলছাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি; প্রতিকৃতির নিচে অতি উজ্বল ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপে 5 লেখা আছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামের উজ্বলতর ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপ রয়েছে।

৪. নোটে ২ মিলিমিটার চওড়া এমবেডেড্ নিরাপত্তা সুতা ব্যবহার করা হয়েছে। সুতাটি কাগজের ভিতরে অবস্থিত। আলোর বিপরীতে উভয় পিঠ হতে সুতাটি দেখা যাবে।

৫. নোটের সামনের দিকে বাম পাশে লাইন প্যাটার্ন এর সাথে সর রেখাটি অতি সুক্ষ্মভাবে BANGLADESH BANK শব্দদ্বয় পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত রয়েছে। যা শুধু আঁতশী কাঁচ (Magnifying Glass) দ্বারা দেখা যাবে।

৬. নোটের সামনের দিকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি এবং পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে জাতীয় স্মৃতি সৌধ হালকা রংয়ে মুদ্রিত রয়েছে।

৭. নোটের পিছনের দিকে কুসুম্বা মসজিদ, নওগাঁ এর ছবি মুদ্রিত আছে।

<u>১০০ টাকা মূল্যমানের ব্যাংকনোটের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ</u>

১. গভর্নর আতিউর রহমান স্বাক্ষরিত এ নোটের সাইজ ১৪০ × ৬২ মিলিমিটার।

২. নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত।

৩. কাগজে জলছাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি; প্রতিকৃতির নিচে অতি উজ্বল ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপে ১০০ লেখা আছে।

৪. বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির জলছাপের বামপাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামের উজ্বলতর ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপ রয়েছে।

৫. নোটের সামনের দিকে ইন্টাগি□ও কালিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি মুদ্রিত।

৬. উপরের ডানদিকের কোণায় OVI কালিতে '100' লেখাটি সরাসরি তাকালে সোনালী এবং তির্জকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে।

৭. নোটের ডানদিকে আড়াআড়িভাবে ইন্টাগি□ও কালিতে ৭টি লাইন আছে; হাতের স্পর্শে এগুলো সহজেই অনুভব করা যাবে।

৮. নোটের বাম পাশে ৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতা; যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লগো ও ১০০ টাকা লেখা আছে; সরাসরি তাকালে 'লগো' ও '১০০' লেখা সাদা দেখাবে; কিন্তু পাশ থেকে দেখলে বা ৯০ ডিগ্রী-তে নোটটি ঘুরালে তা কালো দেখাবে।

৯. নোটের নিচের বর্ডারে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় '১০০' মুদ্রিত আছে, নোটটি কৌণিকভাবে ধরলে লুকানো লেখাটি দেখা যাবে।

১০. নোটের ডানদিকে অন্ধদের জন্য ৩টি ছোট বিন্দু রয়েছে যা হাতের স্পর্শে উচু-নিচু অনুভূত হবে।

১১. নিরাপত্তা সূতার বামপাশে খালি চোখে ১টি সরলরেখা দেখা যাবে, যেগুলোয় 'BANGLADESH BANK 100 TAKA' কথাগুলো পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত রয়েছে। লেখাগুলো অতি ছোট আকারের হওয়ায় আঁতশী কাঁচ ব্যতীত খালি চোখে দেখা যাবে না।

১২. নোটের পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা অফসেটে জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুদ্রিত রয়েছে।

১৩. নোটের পেছন দিকে ইন্টাগি□ও কালিতে ঢাকার তারা মসজিদ মুদ্রিত আছে।

১৪. নোটের উভয় পিঠের অধিকাংশ লেখা ও ডিজাইন (সামনে বর্ডার, বাংলা ১০০, ইংরেজী 100, মধ্যভাগের লেখা, পেছনে তারা মসজিদ ও বর্ডার) ইন্টাগি□ও কালিতে মুদ্রিত হওয়ায় হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে সেগুলো অসমতল বা উঁচু-নিচু অনুভূত হবে।

৫০০ টাকা মূল্যমানের ব্যাংকনোটের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

১. গভর্নর আতিউর রহমান স্বাক্ষরিত এ নোটের সাইজ ১৫২ × ৬৫ মিলিমিটার।

২. নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত।

৩. কাগজে জলছাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি; প্রতিকৃতির নিচে অতি উজ্বল ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপে ৫০০ লেখা আছে।

৪. বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির জলছাপের বামপাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামের উজ্বলতর ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপ রয়েছে।

৫. নোটের সামনের দিকে ইন্টাগি□ও কালিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি মুদ্রিত।

৬. উপরের ডানদিকের কোণায় OVI কালিতে '500' লেখাটি সরাসরি তাকালে সোনালী এবং তির্জকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে।

৭. নোটের ডানদিকে আড়াআড়িভাবে ইন্টাগি□ও কালিতে ৭টি লাইন আছে; হাতের স্পর্শে এগুলো সহজেই অনুভব করা যাবে।

৮. নোটের বাম পাশে ৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতা; যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লগো ও ৫০০ টাকা লেখা আছে; সরাসরি তাকালে 'লগো' ও '৫০০' লেখা সাদা দেখাবে; কিন্তু পাশ থেকে দেখলে বা ৯০ ডিগ্রী-তে নোটটি ঘুরালে তা কালো দেখাবে।

৯. নোটের নিচের বর্ডারে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় '৫০০' মুদ্রিত আছে, নোটটি কৌণিকভাবে ধরলে লুকানো লেখাটি দেখা যাবে।

১০. নোটের ডানদিকে অন্ধদের জন্য ৪টি ছোট বিন্দু রয়েছে যা হাতের স্পর্শে উচু-নিচু অনুভূত হবে।

১১. নিরাপত্তা সূতার বামপাশে খালি চোখে ১টি সরলরেখা দেখা যাবে, যেগুলোয় 'BANGLADESH BANK 500 TAKA' কথাগুলো পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত রয়েছে। লেখাগুলো অতি ছোট আকারের হওয়ায় আঁতশী কাঁচ ব্যতীত খালি চোখে দেখা যাবে না।

১২. নোটের পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা অফসেটে জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুদ্রিত রয়েছে।

১৩. নোটের পেছন দিকে ইন্টাগি□ও কালিতে বাংলাদেশের কৃষি কাজের দৃশ্য মুদ্রিত আছে।

১৪. নোটের উভয় পিঠের অধিকাংশ লেখা ও ডিজাইন (সামনে বর্ডার, বাংলা ৫০০, ইংরেজী 500, মধ্যভাগের লেখা, পেছনে কৃষি কাজের দৃশ্য ও বর্ডার) ইন্টাগি□ও কালিতে মুদ্রিত হওয়ায় হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে সেগুলো অসমতল বা উঁচু-নিচু অনুভূত হবে।

১০০০ টাকা মূল্যমানের ব্যাংকনোটের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

১. গভর্নর আতিউর রহমান স্বাক্ষরিত এ নোটের সাইজ ১৬০ × ৭০ মিলিমিটার।

২. নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত।

৩. কাগজে জলছাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি; প্রতিকৃতির নিচে অতি উজ্বল ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপে 1000 লেখা আছে।

৪. বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির জলছাপের বামপাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামের উজ্বলতর ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপ রয়েছে।

৫. নোটের সামনের দিকে ইন্টাগি□ও কালিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি মুদ্রিত।

৬. উপরের ডানদিকের কোণায় OVI কালিতে '1000' লেখাটি সরাসরি তাকালে সোনালী এবং তির্জকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে।

৭. নোটের ডানদিকে আড়াআড়িভাবে ইন্টাগি□ও কালিতে ৭টি লাইন আছে; হাতের স্পর্শে এগুলো সহজেই অনুভব করা যাবে।

৮. নোটের পিছনের দিকে ইন্টাগি□ও কালিতে জাতীয় সংসদ ভবন মুদ্রিত।

৯. নোটের বাম পাশে ৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতা; যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লগো ও ১০০০ টাকা লেখা আছে; সরাসরি তাকালে 'লগো' ও '১০০০' লেখা সাদা দেখাবে; কিন্তু পাশ থেকে দেখলে বা ৯০ ডিগ্রী-তে নোটটি ঘুরালে তা কালো দেখাবে।

১০. নোটের নিচের বর্ডারে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় '১০০০' মুদ্রিত আছে, নোটটি কৌণিকভাবে ধরলে লুকানো লেখাটি দেখা যাবে।

১১. নোটের ডানদিকে অন্ধদের জন্য ৫টি ছোট বিন্দু রয়েছে যা হাতের স্পর্শে উচু-নিচু অনুভূত হবে।

১২. নিরাপত্তা সূতার বামপাশে খালি চোখে পরপর ২টি সরলরেখা দেখা যাবে, যেগুলোর একটি '1000 TAKA' এবং অন্যটি 'BANGLADESH BANK' কথাগুলো পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত রয়েছে। লেখাগুলো অতি ছোট আকারের হওয়ায় আঁতশী কাঁচ ব্যতীত খালি চোখে দেখা যাবে না।

১৩. নোটের পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা অফসেটে জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুদ্রিত রয়েছে।

১৪. নোটের পেছন দিকে ইরিডিসেন্ট ব্যান্ড বা স্ট্রাইপে BANGLADESH BANK লেখা আছে; নোটটি নাড়াচাড়া করলে এর রং পরিবর্তন হয়।

১৫. নোটের উভয় পিঠের অধিকাংশ লেখা ও ডিজাইন (সামনে বর্ডার, বাংলা ১০০০, ইংরেজী 1000, মধ্যভাগের লেখা, পেছনে সংসদ ভবন ও বর্ডার) ইন্টাগি□ও কালিতে মুদ্রিত হওয়ায় হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে সেগুলো অসমতল বা উঁচু-নিচু অনুভূত হবে।

এ,এফ,এম,আসাদুজ্জামান
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৬৬২০৯
০১৭১১৫৬৪৬৮০
ই-মেইল- afm.asad@bb.org.bd
afm.asad@gmail.com